কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী আবেদন বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

২০২২ সালের এমএটি ২০০৬

\+

আইএ নম্বর : সিএএন /১/২০২৩

\+

সিএএন /২/২০২৩

মঙ্গল চাঁদ মাজি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

উপস্থিতঃ **মাননীয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**

এবং

মাননীয় বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়

আপিলকারীর জন্যঃ	শ্রী এস. পি. পাহাড়ি, উকিল
	শ্রী তপন কুমার মহাপাত্র, উকিল
উত্তরদাতা নং ২-এর জন্যঃ	শ্রী সৃজন নায়েক, উকিল
	শ্রীমতি ঋতুপর্ণা মৈত্র, উকিল
	শ্রী বিপ্লব দাস, উকিল
	শ্রী পার্থ সারথি পাল, উকিল
উত্তরদাতা নং ৩ থেকে ৬-এর জন্য	শ্রী প্রসেনজিৎ দেবনাথ, উকিল
	শ্রী ঋত্বিক পট্টনায়েক
ব্যাক্তিগত পক্ষের আইনজীবী	শ্রী সপ্তর্ষি কুমার মাল, আইনজীবী

বিচার **- ০১.১২.২০২৩**

বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়:-

পটভূমি:-

১. মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যগত ম্যাট্রিক্স হল, আপিলকারী ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে বিবাদী নং ৩ - ব্যাংক থেকে তিনটি মাছ ধরার জাহাজ কেনার উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, আপিলকারী আনুমানিক মাসিক কিস্তি ("EMI") পরিশোধ করতে অক্ষম হন এবং আপিলকারীকে প্রয়োজনীয় পরিশোধের দাবিতে চিঠি দেওয়ার পর, ব্যাংক তিনটি জাহাজ পুনরুদ্ধার করে এবং জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে জাহাজ বিক্রি করার চেষ্টা করে কারণ আপিলকারী প্রয়োজনীয় বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হওয়ায়, ব্যাংক ব্যক্তিগত চুক্তির ভিত্তিতে মূল্যবান বিবেচনায় তিনটি জাহাজ বেসরকারি বিবাদীদের কাছে বিক্রি করে। নিলাম প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন দায়েরকারী আপিলকারী, পাবলিক নিলাম ব্যর্থ হয়ে পড়েছে বলে জানতে পেরে উক্ত রিট পিটিশন প্রত্যাহার করে নেন।

২. তিনটি মাছ ধরার জাহাজ বেসরকারি বিবাদীদের কাছে বিক্রি করার পর, বিক্রয় সনদের একটি কপি আপিলকারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যিনি বর্তমান মামলার (যা ২০২২ সালের WPA নং ১৪৫১০) দায়ের করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট SARFAESI আইন, ২০০২ এর বিধানগুলি সমবায় ব্যাংকগুলিতেও প্রসারিত করতে পেরে সন্তুষ্ট, এবং তাই, উক্ত জাহাজগুলি বিক্রি করার আগে, বিবাদী নং ৩ - ব্যাংকের উক্ত আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে নোটিশ জারি করা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু উক্ত নোটিশটি আপিলকারীর উপর জারি করা হয়নি, তাই জাহাজগুলি জব্দ এবং বিক্রি করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বিবাদী - ব্যাংকের এখতিয়ারের বাইরে ছিল।

৩. ব্যাংক এবং জাহাজ ক্রয়কারী বেসরকারি বিবাদীরা স্পষ্টভাবে এই যুক্তি গ্রহণ করেছেন যে, ২০০২ সালের আইনের ধারা ৩১(ঘ) অনুসারে, ১৯৫৮ সালের মার্চেন্ট শিপিং আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত জাহাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আইন, ২০০২ এর বিধান প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'জাহাজ' শব্দটি মাছ ধরার জাহাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অধিকন্তু, প্রাসঙ্গিক মামলা আইনে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সন্তুষ্টির সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, সমবায় ব্যাংকগুলিও SARFAESI আইন, ২০০২ এর মতো কেন্দ্রীয় আইনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে নিরাপত্তা স্বার্থ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু মাননীয় আদালত সংশ্লিষ্ট রাজ্য-কর্পোরেটিভ ব্যাংক আইনের বিধান অনুসারে নিরাপত্তা স্বার্থ পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি বাতিল করেনি। অধিকন্তু, পক্ষগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলি ব্যাংককে জাহাজ পুনরুদ্ধার এবং ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে, যদি আপিলকারী সময়মতো বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন।

<u>বার থেকে জমাঃ-</u>

৪. আপিলকারীর মতে, এই আপিলের একমাত্র প্রশ্ন হল, ২০০২ সালের SARFAESI আইন রাজ্য আইনের অধীনে তৈরি সমবায় ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা।

৫. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, শ্রী এস. পি. পাহাড়ি যুক্তি দিয়েছেন যে, পান্ডুরং গণপতি চাঙ্গুলে বনাম বিশ্বরাও পাতিল মুরগুদ সহকারি ব্যাংক লিমিটেড (২০২০) ৯ এসসিসি ২১৫-এ রিপোর্ট করা মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত চূড়ান্তভাবে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করেছে এবং বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সন্তুষ্টির সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ২০০২ সালের আইনের ধারা ২(১)(গ) অনুসারে 'সমবায় ব্যাংক' ও 'ব্যাংক' -এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং তাই মাছ ধরার জাহাজ জব্দ ও বিক্রয়ের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ২০০২ সালের আইনের বিধান অনুসারে সম্পন্ন করা উচিত ছিল এবং যেহেতু উক্ত বিধানগুলি মেনে চলা হয়নি, তাই পুরো প্রক্রিয়াটি আইনত খারাপ। আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য পরিচালক, ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সামুদ্রিক মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান অনুসারে বেসরকারি বিবাদীদের পক্ষে মাছ ধরার জাহাজের মালিকানা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেননি। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা হয়নি।

৫.১. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, ১৯৫৮ সালের মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্টের ধারা ৩(১২) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত মাছ ধরার জাহাজটি ১৯৫৮ সালের উক্ত আইনের ধারা ৩(৫৫) এ সংজ্ঞায়িত 'জাহাজ' এর সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৮ সালের আইনের ধারা ২২ অনুসারে, 'জাহাজ' শব্দটি কোনও মাছ ধরার জাহাজকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অতএব, ১৯৫৮ সালের আইনের ধারা ২২ অনুসারে একটি মাছ ধরার জাহাজকে ভারতীয় জাহাজ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। অতএব, ১৯৫৮ সালের আইনের ধারা ৩(৫৫) এ সংজ্ঞায়িত কোনও জাহাজে নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টি বাদ দেওয়ার জন্য ব্যাংকের বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বেসরকারি বিবাদীদের দ্বারা করা আবেদন সঠিক নয়। এটা নিরাপদে বলা যেতে পারে যে তিনটি মাছ ধরার জাহাজের হাঞ্জির মাধ্যমে নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টি করা SARFAESI আইন, ২০০২ এর আওতাধীন।

সুতরাং, কোনও প্রকাশ্য নিলাম না করে, ব্যাঙ্ক বেসরকারী উত্তরদাতাদের পক্ষে জাহাজগুলি স্থানান্তর করতে পারত না এবং ব্যাঙ্কের উচিত ছিল সারফেসি আইনের বিধান অনুসরণ করে জনসাধারণের নিলামে মাছ ধরার জাহাজগুলি বিক্রি করা।

৫.২. আপিলকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, জানুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত গণনা করা কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে মোট বকেয়া পাওনা তিনটি অ্যাকাউন্টে ৩০ লক্ষ টাকার মতো, কিন্তু কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে আপিলকারী কিস্তি পরিশোধ করতে পারেননি। আপিলকারী/আবেদনকারীকে কোনও নোটিশ না দিয়েই ব্যাংক কোভিড-১৯ চলাকালীন তিনটি জাহাজ অবৈধভাবে স্থানান্তর করে। অতএব, আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, বিবাদী কর্তৃপক্ষকে বেসরকারি বিবাদীদের পক্ষে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা বিক্রয় শংসাপত্র বাতিল করে আপিলকারী/আবেদনকারীর পক্ষে মাছ ধরার জাহাজের দখল পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

৬. বিবাদী নং ৩ - ব্যাংকের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ঋত্বিক পট্টনায়ক দাখিল করেছেন যে SARFAESI আইন, ২০০২ এর ৩১(d) ধারা মার্চেন্ট শিপিং আইন, ১৯৫৮ এর ৩(৫৫) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত যেকোনো জাহাজে নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরির ক্ষেত্রে আইন, ২০০২ এর কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করেছে। আরও যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে আইন, ১৯৫৮ এর ধারা ৩(৫৫) এবং ৩(১২) এর যৌথ পাঠ থেকে জানা যাবে যে জাহাজটিতে মাছ ধরার জাহাজও অন্তর্ভুক্ত।

৬.১. বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, আবেদনকারীর মাছ ধরার জাহাজগুলি মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট, ১৯৫৮-এর ৪৩৫জি ধারার অধীনে নিবন্ধিত ছিল এবং উক্ত তথ্যটি নিবন্ধনের প্রাসঙ্গিক শংসাপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই সার্ফেসি আইন, ২০০২-এর বিধানগুলি তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৬.২ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞ কৌঁসুলি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আবেদনকারীকে তিনটি মাছ ধরার জাহাজের ঋণ অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি অন্যান্য অনুমান করা ভারী যানবাহনের বিষয়ে ২৯শে অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের একটি বিলম্বিত অনুস্মারক পত্র দেওয়া হয়েছিল এবং আবেদনকারী তার আগের রিট পিটিশনে এই বলে স্বীকার করেছিলেন যে ব্যাঙ্ক তাঁকে জানিয়েছিল যে বকেয়া ৩৪,০২,০২১ টাকা ছিল।

৬.৩ শিক্ষিত কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছেন যে মাছ ধরার জাহাজের জন্য ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য আবেদনকারীকে ১৪.১২.২০২০-এ নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ২০২০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর উত্তরদাতা ব্যাঙ্ক নিলামের নোটিশ জারি করে নিলামের তারিখ ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২০ নির্ধারণ করে। তবে উত্তরদাতা ব্যাঙ্ক নিলামের নোটিশে উল্লিখিত মাছ ধরার জাহাজের ক্ষেত্রে কোনও দরদাতা না পাওয়ায় ব্যাঙ্ক উক্ত জাহাজগুলি ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের কাছে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করে দেয়।

৬.৪. 2021 সালের এপ্রিল মাসে, আবেদনকারীকে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তাকে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারী উত্তরদাতাদের কাছে মাছ ধরার জাহাজ বিক্রি করার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল এবং বর্তমান মামলার দায়ের করা রিট পিটিশনে আবেদনকারী এটি স্বীকার করেছিলেন। বিদ্বান কৌঁসুলির মতে, শ্রী

পট্টনায়েক, ব্যাঙ্ক তিনটি মাছ ধরার জাহাজ বিক্রি করেছিল অনুমানের চুক্তির ভিত্তিতে এবং অনুমানের দলিল ব্যাঙ্ককে সরকারী নিলাম বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বা অন্য কোনও উপায়ে অনুমান করা সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষমতা দেয়। এটি আরও জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারী একজন অভ্যাসগত খেলাপি এবং একজন খেলাপি হওয়ায় তিনি যে প্রক্রিয়া/পদ্ধতি দ্বারা তার বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে তা বেছে নিতে পারবেন না। বর্তমান রিট পিটিশন দাখিল করতে এক বছর এবং তিন মাসের বিলম্ব দেখায় যে আবেদনকারী সমস্যাগুলি জটিল করার চেষ্টা করছেন এটি পুরোপুরি জেনে যে এটি তাকে অন্যান্য অনুমান করা যানবাহনের ক্ষেত্রে কিছু মাইলেজ দিতে পারে। উত্তরদাতা ব্যাঙ্ক দৃষ্টান্তমূলক খরচ সহ আপিল খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

৭. বেসরকারী উত্তরদাতা-ক্রেতাদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট কৌঁসুলি শ্রী সপ্তর্ষি কুমার মাল ব্যাঙ্কের যুক্তি গ্রহণ করেছেন। বেসরকারী উত্তরদাতাদের পক্ষে আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে, পাণ্ডুরঙ্গের মামলায় (উপরে) মাননীয় শীর্ষ আদালত পরামর্শ দিয়েছিল যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি রাজ্য আইনের অধীনে সারফেসি আইনের অধীনে তার বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী ছিল, যা ব্যাঙ্ক অন্য কোনও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনের অধীনে পাওয়ার অধিকারী ছিল। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাছে উপলব্ধ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি চালু করা সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ২০০২ সালের কেন্দ্রীয় আইন এর অধীনে যদি উপযুক্ত বলে মনে হয় অতিরিক্ত সহায়তা নেওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল।

৭.১. বেসরকারী উত্তরদাতাদের বিজ্ঞ পরামর্শ অনুযায়ী, যেহেতু ১৯৫৮ সালের কেন্দ্রীয় আইনের অর্থের মধ্যে মাছ ধরার জাহাজ/নৌকা মূলত "জাহাজ" ছিল এবং যেহেতু উক্ত আইনের ধারা ২ (জেডএফ)-এর অধীনে "নিরাপত্তা স্বার্থ" তৈরি করা যায় না, এবং ২০০২ সালের কেন্দ্রীয় আইনও উক্ত আইনের ধারা ৩১ (ডি)-এর অধীনে জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, তাই ব্যাঙ্কের পুনরুদ্ধার ও বিক্রয় প্রক্রিয়া ২০০২ সালের কেন্দ্রীয় আইনের নির্দেশাবলী মেনে চলার প্রয়োজন ছিল না, এবং তাই এর কোনও নিশ্চয়তা ছিল না।

৭.২. বেসরকারী উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ অভ্যন্তরীণ মৎস্য আইন, ১৯৮৪ বা পশ্চিমবঙ্গ সামুদ্রিক মাছ ধরার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ ১৯৫৮ সালের কেন্দ্রীয় আইনের জন্য কোনও নিষেধাজ্ঞা তৈরি করে না এবং তাই বিষয় মাছ ধরার জাহাজগুলিকে এখনও "জাহাজ" হিসাবে ১৯৫৮ সালের কেন্দ্রীয় আইনের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

৭.৩ বেসরকারী বিবাদীদের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তির আরেকটি দিক ছিল যে, বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজনীয় না হলেও, ব্যাংক নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেছিল এবং নিলাম প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ার পরেই আইন অনুসারে অনুমোদিত একটি ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারী বিবাদীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু মাছ ধরার নৌকাগুলি লবণাক্ত জলে চলাচল করে এবং দ্রুত অবনতির ঝুঁকিতে থাকে, তাই জাহাজ বিক্রিতে যে কোনও বিলম্ব জাহাজের আর্থিক মূল্য হ্রাস করতে পারে। তবে, আপিলকারী পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি বিধি ২০১১ এর বিধি ১৯১-১ এর অধীনে নির্ধারিত বিকল্প প্রতিকার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, বেসরকারী বিবাদীদের পক্ষে জাহাজ বিক্রি করে আইনের দৃষ্টিতে আপিলকারীর উপর কোনও পক্ষপাত করা হয়নি।

৭.৪. উপরন্তু, কোভিড-১৯ মহামারী আপিলকারীকে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে বাধা দিয়েছে এই আবেদনের কোনও সঠিক তথ্যগত ভিত্তি বা কোনও আইনি ভিত্তি নেই। তদনুসারে, বেসরকারী উত্তরদাতারা খরচ সহ এই আবেদনটি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি

৮. এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইন, ২০০২-এর ধারা ৩১ (ডি)-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মার্চেন্ট শিপিং আইন, ১৯৫৮-এর ধারা ৩-এর ধারা (৫৫)-এ সংজ্ঞায়িত কোনও জাহাজে নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না।

৯. স্বীকার করা যায় যে, এই ক্ষেত্রে, কনটাই সমবায় ব্যাংকের পক্ষে তিনটি মাছ ধরার নৌকার উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি উভয় পক্ষের স্বীকৃত মামলা যে, যে কিস্তিতে উল্লিখিত নৌকাগুলি কেনা হয়েছিল সেই ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করা হয়নি এবং আপিলকারী ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১০. আরও প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী ঋণ পরিশোধের জন্য ডিমান্ড নোটিশ পেয়েছিলেন কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে তিনি তা পরিশোধ করতে পারেননি। জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে নৌকাগুলি বিক্রি করার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে,

ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বেসরকারি চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি উত্তরদাতাদের কাছে নৌকাগুলি বিক্রি করে দেয়।

১১. এখন আবেদনকারীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত একমাত্র প্রশ্ন হল, যেহেতু ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে সন্তুষ্ট যে, সমবায় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও সার্ফেসি আইন, ২০০২ প্রযোজ্য, উত্তরদাতা নং ৩ ব্যাঙ্ক উক্ত আইনে বর্ণিত সুরক্ষা সুদের পুনরুদ্ধারের শর্ত না মেনে মাছ ধরার নৌকা বিক্রি করতে পারত না।

১২. যে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার তা হল পাণ্ডুরঙ্গের মামলায় (উপরে) ঘোষিত প্রাসঙ্গিক রায় দ্বারা সুপ্রিম কোর্ট ২০০২ সালের আইনের ৩১ (ঘ) ধারায় বর্ণিত বিধানটি মুছে ফেলেছে বা বাতিল করেছে কিনা।

১৩. উক্ত মামলা আইনটি দেখার পরে, মনে হয় যে রায়ে ২০০২ সালের আইনের ৩১ ধারা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বা ৩১ ধারা বা এর কোনও উপ-ধারা সম্পর্কিত কোনও বিষয় উত্থাপিত হয়নি যা পূর্বোক্ত ধারা বা এর উপ-ধারা নিয়ে কোনও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল। অতএব, ২০০২ সালের আইনের ৩১ (ডি) ধারার বিধানগুলি এখনও বিদ্যমান এবং এটি আগের মতোই ক্ষেত্রটি ধরে রাখে।

১৪. উক্ত মামলা আইনে স্পষ্টভাবে বিবেচনা করা হয়েছে যে বহু-রাজ্যের এখতিয়ারযুক্ত সমবায় ব্যাংকগুলি অথবা রাজ্য আইনের অধীনে তৈরি সমবায় ব্যাংকগুলি আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের সাহায্য ছাড়াই SARFAESI আইন, 2002-এ নির্ধারিত সুরক্ষা স্বার্থের দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার সুবিধা পেতে পারে কিনা। মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতও একই উত্তর দিয়েছে।

১৫. উক্ত সিদ্ধান্তের আরেকটি দিক যা বিবেচনায় নেওয়া উচিত তা হলো, সাধারণত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ২০০২ সালের আইনের বিধান অনুসারে নিরাপত্তা স্বার্থ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তটি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভরশীল। অতএব, নিরাপত্তা স্বার্থ পুনরুদ্ধারের জন্য সমবায় ব্যাংকগুলি উক্ত আইনে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করবে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে সমবায় ব্যাংকগুলির বিবেচনার আওতাধীন। সিদ্ধান্তে বলা হয়নি যে সমবায় ব্যাংকগুলিকে নিরাপত্তা স্বার্থ পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত ২০০২ সালের আইনের বিধানগুলি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দ্রুত নিরাপত্তা স্বার্থ পুনরুদ্ধারের জন্য সমবায় ব্যাংকগুলির জন্য একটি অতিরিক্ত পথ খুলে দিয়েছে। অন্য কথায়, সমবায় ব্যাংকগুলির অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়াগুলি মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা স্পর্শ করা হয়নি। অতএব, যদি সংশ্লিষ্ট সমবায় ব্যাংক ২০০২ সালের আইনে বর্ণিত প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনও আইনি প্রক্রিয়া বেছে নেয়, তবে এটিকে অবৈধ বলা যাবে না।

১৬. আপিলকারীর উত্থাপিত আরেকটি যুক্তি হল যে, বিষয়ভিত্তিক মাছ ধরার নৌকা হল মাছ ধরার জাহাজ এবং ধারা ৩ (৫৫) এর "জাহাজ" এর সংজ্ঞায় কোনও মাছ ধরার জাহাজ অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, এটা বলা ভুল যে SARFAESI আইন, ২০০২ বিষয়ভিত্তিক জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১৭. ১৯৫৮ সালের ধারা ৩ (৫৫) অনুযায়ী "জাহাজ"-এর সংজ্ঞা নিচে উল্লিখিত -

"জাহাজ" বলতে যে কোনও জাহাজ, নৌকা, পালতোলা জাহাজ বা নৌচালনায় ব্যবহৃত জাহাজের অন্যান্য বিবরণকে বোঝায়।

১৭.১. যেখানে মাছ ধরার জাহাজের সংজ্ঞা ১৯৫৮ সালের আইনের ৩ (১২) ধারায় পাওয়া যায় যা নিম্নরূপঃ -

"মাছ ধরার জাহাজ" অর্থ যান্ত্রিক প্রণোদনায় সজ্জিত এমন একটি জাহাজ যা কেবলমাত্র লাভের জন্য সমুদ্রের মাছ ধরার সাথে জড়িত।

১৭.২. উপরোক্ত আইনের ৩ (৪৫) ধারায় 'জাহাজ' শব্দটিকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ -

"জাহাজ"-এ পালতোলা জাহাজ অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৮. উপরের শব্দগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে "জাহাজ" শব্দটি হল গণ কিন্তু "মাছ ধরার জাহাজ", "জাহাজ", "নৌকা", "পালতোলা জাহাজ" জাহাজ, নৌকা, মাছ ধরার জাহাজ ইত্যাদি যা নৌচালনায় ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি শব্দগুলি নির্দিষ্ট। "জাহাজ" শব্দটিতে জলযান বা জলযানের প্রতিটি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা সে জলযানই হোক না কেন।

১৯. আবেদনকারীর বিদ্বান কৌঁসুলি ১৯৫৮ সালের আইনের ২২ ধারার দিকে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করেন যে "জাহাজ"-এ "মাছ ধরার জাহাজ" অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু আদালত "জাহাজ" শব্দটির মধ্যে "মাছ ধরার জাহাজ" অন্তর্ভুক্ত কিনা তা বিবেচনা করে। তবে,

বিদ্বান কৌঁসুলি নোট করা বাদ দিয়েছেন যে ১৯৫৮ সালের আইনের ৫ম অংশের অধীনে ধারা ২২-এর সাথে সংযুক্ত ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপঃ-

"ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, একটি মাছ ধরার জাহাজ অন্তর্ভুক্ত নয়।

২০. ১৯৫৮ সালের আইনের পঞ্চম অংশে "ভারতীয় জাহাজের নিবন্ধনের" বিধান রয়েছে এবং উক্ত অংশে ২২ নং ধারায় ভারতীয় জাহাজের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতার বিধান রয়েছে। ১৯৮৩ সালের ১২ নং আইনের মাধ্যমে ২২ নং ধারায় এই ধরনের ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করে আইনসভা অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি দূর করে এবং এখন নিষ্পত্তি হয়েছে যে "মাছ ধরার জাহাজ" কে ১৯৫৮ সালের আইনের ২২ নং ধারার অধীনে নিবন্ধিত করার প্রয়োজন নেই। তবে, উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাছ ধরার নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির নিবন্ধনের বিধান সম্পর্কিত ১৯৫৮ সালের আইনের ১৫-এ অংশের অধীনে মাছ ধরার জাহাজের নিবন্ধন করতে হবে।

২০.১. আপিলকারীর বিজ্ঞ কৌঁসুলি উল্লেখ করা বাদ দিয়েছেন যে উপরে আলোচিত প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাটি কেবল ১৯৫৮ সালের আইনের ২২ ধারার জন্য প্রযোজ্য তবে অন্যান্য ধারাগুলির জন্য নয়।

২১. অতএব, আমাদের মতে যেহেতু ১৯৫৮ সালের আইনে "জাহাজ" শব্দটির মধ্যে "মাছ ধরার জাহাজ" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই ২০০২ সালের আইনের ৩১ (ঘ) ধারা মাছ ধরার নৌকাগুলিতে সার্ফেসি আইন, ২০০২ প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে।

২১.১. এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটি পান্ডুরং মামলায় (উপরে) মাননীয় আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু এটি এমন নয় কারণ সমবায় ব্যাংকগুলি কেবল যানবাহন বা জাহাজ কেনার জন্যই নয়, অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির জন্যও ঋণ দেয়। অতএব, আমাদের মতে, মার্চেন্ট শিপিং আইন, ১৯৫৮-এ সংজ্ঞায়িত কোনও জাহাজের ক্ষেত্রে "নিরাপত্তা স্বার্থ" তৈরি হলে SARFAESI আইন, ২০০২ কোনও প্রয়োগ পায় না। পান্ডুরং মামলায় (উপরে) এটি সমস্যা ছিল না। অন্য কথায়, পান্ডুরং মামলায় আইন, ২০০২-এর ৩১(ঘ) ধারা বাতিল করা হয়নি। উক্ত সিদ্ধান্তটি আইন, ২০০২-এর ৩১ ধারার আওতাভুক্ত নয় এমন সমস্ত নিরাপত্তা স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২২. আপিল স্মারকলিপি থেকে জানা যায় যে, আপিলকারী কোনও নিলাম বিক্রির নোটিশ না দেওয়া, আবেদনকারীর বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টের কোনও বিবৃতি না দেওয়া, কোভিড-১৯-এর কারণে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ঋণের বিভাজন সরবরাহ করতে ব্যর্থতা ইত্যাদির বিষয়ে বেশ কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, যা সমস্ত বাস্তব বিষয়/বিষয়। রিট আদালতগুলি এই ধরনের বাস্তব বিরোধগুলি মোকাবেলা করার জন্য যথাযথভাবে সজ্জিত নয় যার জন্য প্রমাণ জমা দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

২৩. অতএব, আমরা ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ১৪৫১০-এ ০৬.০৯.২০২২-এ গৃহীত বিদ্বান একক বেঞ্চের বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না।

২৪. আপিলটি বিরোধের ভিত্তিতে খারিজ করা হলো। এই তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে আপিলকারীকে বিবাদী সমবায় ব্যাংকের পক্ষে ২০,০০০/- টাকা (বিশ হাজার) টাকা দিতে হবে। সংযুক্ত আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হলো।

২৫. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইটের অনুলিপিগুলি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

আমি একমত।

(বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি)

(বিচারপতি অপুর্ব সিংহ রায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal